#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

MAINS TOPIC

DEEP ANALYSIS

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

From

02nd to 07th Mar 2026

INDEX

1. সাধারণ অধ্যয়ন ১ — 01

1.1. সমাজ — 01

1.1.1. ভারতের "নীরব জনতান্ত্রিক বিপ্লব" — 01

2. সাধারণ অধ্যয়ন ২ — 05

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা — 05

2.1.1. হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক ভাষণ — 05

3. সাধারণ অধ্যয়ন ৩ — 10

3.1. অর্থনীতি — 10

3.1.1. ভারতের নারী কৃষক — 10

3.2. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি — 13

3.2.1. ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা — 13

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM

IAS 10-Month GS PCM

Degree + IAS

Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. সমাজ

1.1.1. ভারতের "নীরব জনতাত্ত্বিক বিপ্লব"

প্রেক্ষাপট

ভারতের **"নীরব জনতাত্ত্বিক বিপ্লব"** বলতে উচ্চ প্রজনন হার থেকে নিম্ন প্রজনন হারের দিকে দ্রুত ও চূড়ান্ত পরিবর্তনকে বোঝায়। দেশ এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে মূল চ্যালেঞ্জ আর **"জনসংখ্যা বিস্ফোরণ"** নয়, বরং একটি **"খণ্ডিত উত্তরণ"** (Fragmented Transition) মোকাবিলা করা।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ম্যালথাসীয় যুগ: "জনসংখ্যা বিস্ফোরণের" আতঙ্ক

১. **মূল যুক্তি: "জ্যামিতিক বনাম গাণিতিক"** থমাস ম্যালথাসের ১৭৯৮ সালের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভারতের পরিকল্পনাবিদদের ভয় ছিল যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ না করলে **"পজিটিভ চেক"** বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় (দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ বা মহামারী) অনিবার্য।

- **জনসংখ্যা:** বৃদ্ধি পায় **জ্যামিতিক** হারে (২, ৪, ৮, ১৬...)।
- **খাদ্য সরবরাহ:** বৃদ্ধি পায় **গাণিতিক** হারে (১, ২, ৩, ৪...)।
- **ফলাফল:** একটি **"ম্যালথাসীয় বিপর্যয়"** যেখানে জনসংখ্যা জমির **"ধারণ ক্ষমতা"** ছাড়িয়ে যায়।

২. **ভারত কেন আতঙ্কিত ছিল?**

- **বিশাল লাফ:** ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় **দ্বিগুণ** হয়ে গিয়েছিল (৩৬১ মিলিয়ন থেকে ৬৮৩ মিলিয়ন)।
- **মৃত্যুহার হ্রাস:** আধুনিক চিকিৎসা ও টিকার কারণে মৃত্যুহার কমলেও **প্রজনন হার** বা জন্মহার অনেক বেশি ছিল।
- **সম্পদের টানাপোড়েন:** খাদ্যের জন্য আমেরিকার সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা (শিপ-টু-মাউথ) প্রতিটি বাড়তি জন্মকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরেছিল।

৩. **নীতিগত প্রয়োগ: "লাল ত্রিকোণ"**

- **বিশ্বে প্রথম:** ১৯৫২ সালে ভারত বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে **জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি** চালু করে।
- **জবরদস্তিমূলক নীতি:** আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে **জরুরি অবস্থার** (১৯৭৫-৭৭) সময় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
  - লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি।
  - গণহারে বাধ্যতামূলক **বন্ধ্যাকরণ** (Vasectomy)।
  - জনসংখ্যাকে একটি **"দায়"** (Liability) হিসেবে দেখা হয়েছিল যা নির্মূল করা প্রয়োজন।

৪. **পরিবর্তনের মোড়** দুটি "বিপ্লবের" ফলে ম্যালথাসীয় ভয় দূর হয়:

- **সবুজ বিপ্লব:** প্রমাণ করে যে প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহও দ্রুত বাড়ানো সম্ভব।
- **গণতান্ত্রিক উত্তরণ:** দেখা যায় যে **সাক্ষরতা** (বিশেষ করে নারী শিক্ষা) বাড়লে কোনো সরকারি জবরদস্তি ছাড়াই প্রজনন হার স্বাভাবিকভাবে কমে যায়।

বর্তমান পরিস্থিতি

সর্বশেষ SRS (Sample Registration System) পরিসংখ্যান রিপোর্ট অনুযায়ী:

- **জাতীয় প্রজনন হার (TFR):** বর্তমানে কমে **১.৯**-এ দাঁড়িয়েছে, যা পুনস্থাপন স্তর বা **রিপ্লেসমেন্ট লেভেল (২.১)**-এর নিচে।
- **মোট জনসংখ্যা:** আনুমানিক **১৪৭ কোটি**। প্রজনন হার কমলেও **"জনসংখ্যা ভরবেগ"** (Population Momentum)-এর কারণে জনসংখ্যা এখনো বাড়ছে (কারণ প্রজননক্ষম বয়সে থাকা তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা অনেক বেশি)।
- **সাফল্য:** ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে **৩১টি** ইতিমধ্যেই রিপ্লেসমেন্ট লেভেল প্রজনন হার অর্জন করেছে। এমনকি **গ্রামীণ ভারতেও** প্রথমবারের মতো এই হার **২.১**-এ পৌঁছেছে।

আঞ্চলিক প্রজনন হার: বিভাজন রেখা

ভারত বর্তমানে দুটি ভিন্ন জনতাত্ত্বিক বাস্তবতায় বিভক্ত:

- **উত্তরণ-পরবর্তী দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত:** কেরালা, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের মতো রাজ্যগুলোতে প্রজনন হার **১.৩ থেকে ১.৭**-এর মধ্যে। এটি ইউরোপের দেশগুলোর মতো এবং রিপ্লেসমেন্ট লেভেলের (২.১) নিচে।
- **বিলম্বিত উত্তরণ উত্তর ও পূর্ব ভারত:** বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলো এখনও প্রজনন হার **২.৪ থেকে ২.৯**-এর মধ্যে। যদিও এখানে হ্রাসের গতি আগের চেয়ে অনেক বেশি, তবুও ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এরাই প্রধান অবদান রাখছে।

প্রজনন হার হ্রাসের কারণ

১. **প্রাথমিক সামাজিক-অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি**

- **নারী শিক্ষা ও সাক্ষরতা:** মেয়েদের স্কুল শিক্ষা বিয়ের বয়সকে পিছিয়ে দেয় এবং প্রজনন অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়।
- **সন্তান লালন-পালনের খরচ ("সংখ্যার বদলে মান"):** অভিভাবকরা এখন অনেক সন্তানের বদলে একটি বা দুটি সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পেছনে বেশি বিনিয়োগ করতে পছন্দ করেন।
- **নগরায়ন ও আবাসন:** ছোট শহুরে অ্যাপার্টমেন্ট এবং মেগাসিটিগুলোতে জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় বড় পরিবার রাখা অসম্ভব করে তুলছে।
- **কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ:** কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লে সন্তান নেওয়ার **"সুযোগ ব্যয়"** (Opportunity Cost) বৃদ্ধি পায়, ফলে তারা দেরিতে সন্তান নেন।

২. **স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তিগত কারণ**

- **শিশু মৃত্যুহার হ্রাস (IMR):** অতীতে শিশু মৃত্যুর হারের আশঙ্কায় মানুষ বেশি সন্তান নিত। স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি হওয়ায় সেই প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে।
- **আধুনিক গর্ভনিরোধকের সহজলভ্যতা (mCPR):** সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গর্ভনিরোধকের বিভিন্ন বিকল্প (বড়ি, ইনজেকশন ইত্যাদি) সহজেই পাওয়া যাচ্ছে।
- **বন্ধ্যত্বের বৈপরীত্য (Infertility Paradox):** শহরাঞ্চলে জীবনযাত্রার চাপ, দেরিতে বিয়ে এবং পরিবেশগত কারণে অনেকেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্তান নিতে পারছেন না, যা প্রজনন হারকে আরও কমিয়ে দিচ্ছে।

৩. **আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন**

- **সামাজিক মর্যাদা:** ছোট পরিবার এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে একটি **মর্যাদার প্রতীক**।
- **পুত্রের প্রতি অধিক আগ্রহের হ্রাস:** অনেক রাজ্যে কন্যা সন্তানরা এখন পরিবারের প্রধান অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হয়ে ওঠায় পুত্র সন্তানের আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা কমে আসছে।

প্রজনন হার হ্রাসের প্রভাব

১. **অর্থনৈতিক প্রভাব**

- **জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশ:** শিশুর সংখ্যা কম হওয়ার অর্থ হলো "শিশু-নির্ভরশীলতার অনুপাত" কমে যাওয়া। এটি শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যের পেছনে মাথাপিছু বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ করে দেয় (**সংখ্যার চেয়ে গুণের ওপর গুরুত্ব**)।
- **শ্রমবাজারের পরিবর্তন:** দীর্ঘমেয়াদে যুবশক্তির অভাব শ্রমসংকট তৈরি করে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো ইতিমধ্যেই এর সম্মুখীন হচ্ছে, যার ফলে সেখানে অটোমেশন বা যন্ত্রনির্ভরতা বাড়ছে এবং পরিযায়ী শ্রমিকের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে।
- **ভোগের ধরণ:** বাজার এখন **"সিলভার ইকোনমি"** (বয়স্কদের কেন্দ্র করে অর্থনীতি)-র দিকে ঝুঁকছে। চাহিদা এখন শিশুদের পণ্য ও স্কুলের বদলে স্বাস্থ্যসেবা, বিমা এবং বয়স্কদের বিনোদনের দিকে সরে যাবে।

২. **সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব**

- **নারীর ক্ষমতায়ন:** প্রজনন হার কমে যাওয়ার সাথে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। সন্তান লালন-পালনের পেছনে কম সময় ব্যয় হওয়ায় নারীরা দীর্ঘসময় কর্মজীবনে টিকে থাকতে পারছেন।
- **একাকিত্বের সংকট:** প্রথাগত "বার্ধক্যের নিরাপত্তা" দেওয়ার জন্য সন্তানের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বয়স্কদের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে, বিশেষ করে শহরের একক পরিবারগুলোতে।

৩. **রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব**

- **ডিলিমিটেশন বা সীমানা নির্ধারণ বিতর্ক:** যেসব রাজ্য সফলভাবে প্রজনন হার কমিয়েছে (যেমন কেরালা ও তামিলনাড়ু), তারা বিহারের মতো উচ্চ প্রজনন হারের রাজ্যগুলোর তুলনায় সংসদে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে।
- **আর্থিক চাপ:** বয়স্কদের হার বেড়ে যাওয়া রাজ্যগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা এবং পেনশনের খরচ বাড়ছে, অথচ করদাতা যুবশক্তির সংখ্যা কমছে। এটি রাজ্যের কোষাগারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

৪. **পরিবেশগত প্রভাব**

- **সম্পদের স্বস্তি:** জনসংখ্যার চাপ কমলে জল, জমি এবং শক্তির মাথাপিছু চাহিদা কমে, যা ভারতের **২০৭০ সালের নেট জিরো** লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।
- **কার্বন ফুটপ্রিন্ট:** বিপরীতে, প্রজনন হার কমলে এবং মাথাপিছু আয় বাড়লে মানুষের ভোগের মাত্রা বেড়ে যায়, যা মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

সরকারি উদ্যোগ

১. **উচ্চ-প্রজনন হার বিশিষ্ট অঞ্চলের জন্য**

- **মিশন পরিবার বিকাশ (MPV):** বর্তমানে এর বর্ধিত পর্যায়ে (২০২৫-২৬), এটি ৭টি রাজ্যের (উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, আসাম) **১৪৬টি উচ্চ-প্রজনন হার বিশিষ্ট জেলাকে** লক্ষ্য করছে।
    - **লক্ষ্য:** সারথি (SAARTHI) নামক ভ্রাম্যমাণ প্রচার এবং আশা (ASHA) কর্মীদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গর্ভনিরোধক পৌঁছে দিয়ে প্রজনন হার **২.১**-এ নামিয়ে আনা।
- **অন্তরা ও ছায়া (Antara & Chhaya):** বন্ধ্যাকরণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে জন্মবিরতি বাড়ানোর জন্য নতুন প্রজন্মের ইনজেকশন এবং হরমোনবিহীন বড়ি চালু করা হয়েছে।

২. **বার্ধক্যজনিত জনসংখ্যার জন্য)**

- **আয়ুষ্মান ভারত (AB-PMJAY 70+):** ২০২৪-২৫ থেকে আয়ের সীমা নির্বিশেষে **৭০ বছরের উর্ধ্বের সমস্ত প্রবীণ নাগরিককে** ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনা হয়েছে। এটি বার্ধক্যকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ।
- **অটল বায়ো অভ্যুদয় যোজনা (AVYAY):** এটি একটি ছাতা প্রকল্প যার অধীনে রয়েছে:
  - IPSrC: দুস্থ ও প্রবীণ নারীদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম স্থাপন।
  - **রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনা:** শ্রবণযন্ত্র, হুইলচেয়ার এবং কৃত্রিম দাঁতের মতো সহায়ক সরঞ্জাম বিনামূল্যে বিতরণ।
- **এল্ডারলাইন (১৪৫৬৭):** প্রবীণ নাগরিকদের তথ্য, পরামর্শ এবং মানসিক সহায়তা প্রদানের জন্য একটি জাতীয় টোল-ফ্রি হেল্পলাইন।

৩. **অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমন্বয়**

- SAGE (Seniorcare Ageing Growth Engine): বয়স্কদের সেবার জন্য (যেমন প্রযুক্তিগত সহায়তা, রিমোট মনিটরিং) পণ্য তৈরি করা স্টার্টআপগুলোকে সহায়তা করার একটি পোর্টাল।
- SACRED **পোর্টাল:** অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ নাগরিকরা যাতে পুনরায় কর্মসংস্থান খুঁজে পান এবং উৎপাদনশীল থাকতে পারেন, তার জন্য এটি একটি জব-এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম।
- **প্রজেক্ট সঞ্জীবনী:** ভারতকে বিশ্বজুড়ে প্রবীণদের পুনর্বাসন ও সুস্থতার একটি কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

১. **"সিলভার সুনামি" বা বার্ধক্য মোকাবিলায় কৌশল**

- **বার্ধক্যকালীন পরিকাঠামো (Geriatric Infrastructure):** প্রতিটি জেলা হাসপাতালে একটি করে 'জেরিয়াট্রিক উইং' (বার্ধক্য বিভাগ) বাধ্যতামূলক করা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (PHC) স্তরে প্রবীণদের যত্নকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- **সিলভার ইকোনমি:** গ্রামীণ এলাকায় একাকী থাকা প্রবীণদের জন্য সহায়ক প্রযুক্তি এবং 'রিমোট মনিটরিং' ব্যবস্থা তৈরি করতে SAGE উদ্যোগের মাধ্যমে স্টার্টআপগুলোকে উৎসাহিত করা।
- **নমনীয় অবসরের বয়স:** শিক্ষা ও কনসালটেন্সির মতো ক্ষেত্রগুলোতে অবসরের বয়স পুনর্বিবেচনা করা যাতে অভিজ্ঞ জনশক্তিকে বা **"সিলভার ডিভিডেন্ড"**-কে কাজে লাগানো যায়।

২. **উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন দূর করা**

- **পরিযান ব্যবস্থাপনা নীতি (Migration Management Policy):** দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে কর্মরত উত্তর ভারতের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের সামাজিক ও ভাষাগত সমন্বয় নিশ্চিত করতে 'আন্তঃরাজ্য পরিযান'-এর জন্য একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা।
- **দক্ষতার সমন্বয় (Skill Harmonization):** উচ্চ প্রজনন হারের রাজ্যগুলোর (উত্তরপ্রদেশ/বিহার) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া রাজ্যগুলোর (তামিলনাড়ু/কেরালা) শ্রমের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

৩. **রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফেডারেলিজম**

- **ডিলিমিটেশন সংস্কার:** নিশ্চিত করা যেন ২০২৬/২০৩১ সালের সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া সফল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোকে "শাস্তি" না দেয়। একটি **ভারসাম্যপূর্ণ সূত্র** (জনসংখ্যা + স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সাফল্য) এক্ষেত্রে অপরিহার্য।
- **আর্থিক প্রণোদনা:** রাজকোষের ভারসাম্য বজায় রাখতে যেসব রাজ্য 'রিপ্লেসমেন্ট লেভেল' প্রজনন হার অর্জন করেছে, **অর্থ কমিশন** (Finance Commission) কর্তৃক তাদের পুরস্কৃত করা অব্যাহত রাখা উচিত।

৪. **লিঙ্গ ও প্রজনন অধিকার**

- **'লক্ষ্যমাত্রা' নয়, 'পছন্দ'-কে গুরুত্ব দেওয়া:** পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারী-কেন্দ্রিক বন্ধ্যাকরণের পরিবর্তে **পুরুষদের অংশগ্রহণ** বৃদ্ধি এবং গর্ভনিরোধকের বহুমুখী বিকল্প নিশ্চিত করা।
- **শহুরে অভিভাবকত্বের প্রতি সমর্থন:** মেট্রো শহরগুলোতে অতি-নিম্ন প্রজনন হার মোকাবিলায় শিশু যত্ন (Childcare) সহায়তা এবং কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, যাতে যেসব দম্পতি সন্তান নিতে চান তারা আর্থিক চাপের ভয় ছাড়াই তা করতে পারেন।

উপসংহার

ভারতের জনতাত্ত্বিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে একটি **"খণ্ডিত উত্তরণ"** (Fragmented Transition) সঠিকভাবে পরিচালনার ওপর। উত্তর ভারতের যুবশক্তির শ্রমের সাথে দক্ষিণ ভারতের বার্ধক্যজনিত মূলধনের সমন্বয় ঘটিয়ে ভারত এই জনতাত্ত্বিক ভিন্নতাকে একটি টেকসই **'বিকশিত ভারত'**-এ রূপান্তরিত করতে পারে।

Q. ভারতের জনতাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ এখন 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' থেকে 'জনসংখ্যার বার্ধক্যের' দিকে মোড় নিচ্ছে। প্রজনন হারের হ্রাসের প্রেক্ষাপটে এটি আলোচনা করুন।

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক ভাষণ

ভূমিকা

যদিও "হেট স্পিচ" বা বিদ্বেষমূলক ভাষণের কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা ভারতীয় সংবিধান বা BNS (ভারতীয় ন্যায় সংহিতা)-এ নেই, তবুও বিভিন্ন আইনি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা নিম্নলিখিত কাঠামো প্রদান করেছে:

- **ভারতের আইন কমিশন (২৬৭তম রিপোর্ট):** এটি এমন এক ধরনের ভাষণ যা প্রধানত জাতি, নৃগোষ্ঠী, লিঙ্গ, যৌন অভিমুখিতা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এই জাতীয় বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে **বিদ্বেষ ছড়াতে বা সহিংসতায় উসকানি দিতে** ব্যবহৃত হয়।

হেট স্পিচ সংক্রান্ত আইনি ও সাংবিধানিক বিধানসমূহ

সাংবিধানিক কাঠামো

- **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এ):** এটি সকল নাগরিককে **বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার** গ্যারান্টি দেয়।
- **অনুচ্ছেদ ১৯(২):** এটি নির্দিষ্ট কারণে বাক-স্বাধীনতার ওপর **"যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ"** আরোপ করে, যেমন:
  - ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা।
  - রাষ্ট্রের নিরাপত্তা।
  - জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতা।
  - কোনো অপরাধে প্ররোচনা দেওয়া।
- **প্রস্তাবনা (Preamble):** ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত **'ভ্রাতৃত্ব'** (Fraternity) এবং **'মর্যাদা'** (Dignity)-র আদর্শগুলি এমন ভাষণ বা বক্তব্য রোধ করার মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে যা সাম্প্রদায়িক ফাটল সৃষ্টি করে।

বিধিবদ্ধ বিধান (ভারতীয় ন্যায় সংহিতা - BNS, ২০২৩)

বিটিএনএস (BNS) প্রাক্তন আইপিসি (IPC)-র স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং বিদ্বেষমূলক অপরাধ মোকাবিলায় নির্দিষ্ট ধারা যুক্ত করেছে:

- **ধারা ১৯৬ (প্রাক্তন ১৫৩এ আইপিসি):** ধর্ম, জাতি, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে **বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা** সৃষ্টি করলে শাস্তির বিধান।
- **ধারা ২৯৯ (প্রাক্তন ২৯৫এ আইপিসি):** ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে করা ইচ্ছাকৃত এবং বিদ্বেষপূর্ণ কাজের শাস্তি।
- **ধারা ৩৫৩ (নতুন):** "মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য" প্রচার বা প্রচারের লক্ষ্যবস্তু করা যা জাতীয় সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করতে পারে বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে।
- **ধারা ১০৩(২):** এটি বিশেষভাবে **মব লিঞ্চিং** বা গণপিটুনি (জাতি, বর্ণ বা গোষ্ঠীর ভিত্তিতে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হত্যা) মোকাবিলা করে।

অন্যান্য আইন

- **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (RPA), ১৯৫১:** এর **ধারা ১২৩(৩এ) এবং ১২৫** নির্বাচনী লাভের জন্য ঘৃণা ছড়ানো নিষিদ্ধ করে এবং একে "দুর্নীতিমূলক কাজ" হিসেবে গণ্য করে।
- **SC/ST (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯:** জনসমক্ষে SC/ST সম্প্রদায়ের সদস্যদের অপমান বা হেয় করার উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণ নিষিদ্ধ করে।

গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় রায়

- **শ্রেয়া সিংঘল বনাম ভারত সরকার (২০১৫):** আইটি আইনের ৬৬এ ধারা বাতিল করে আদালত। এটি **আলোচনা (Discussion), সমর্থন (Advocacy) এবং উসকানি (Incitement)**-র মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে এবং জানায় যে কেবল "উসকানি" দিলেই তা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে।
- **তেহসিন পুনাওয়ালা বনাম ভারত সরকার (২০১৮):** বিদ্বেষমূলক ভাষণের কারণে সৃষ্ট গণপিটুনি এবং সহিংসতা মোকাবিলায় "প্রতিরোধমূলক, প্রতিকারমূলক এবং শাস্তিমূলক" নির্দেশিকা জারি করে।
- **শাহীন আবদুল্লাহ বনাম ভারত সরকার (২০২২/২৩):** সুপ্রিম কোর্ট সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নির্দেশ দিয়েছে যে হেট স্পিচের ক্ষেত্রে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই **স্বতঃস্ফূর্তভাবে (Suo Motu) এফআইআর (FIR)** দায়ের করতে হবে।

হেট স্পিচ নিয়ন্ত্রণে চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **আইনি ও সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা**

- **নির্দিষ্ট সংজ্ঞার অভাব:** সংবিধান বা বিটিএনএস (BNS) কোথাও "হেট স্পিচ"-এর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়নি। এর ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে, যা কখনও অতি-সক্রিয়তা আবার কখনও নিষ্ক্রিয়তার জন্ম দেয়।
- **বাক-স্বাধীনতা বনাম উসকানি:** আইনের মাধ্যমে কেবল "উসকানি" রোধ করা যায়। কিন্তু সাধারণ আপত্তিকর বক্তব্য এবং সহিংসতায় উসকানির মধ্যে পার্থক্য করা একটি আইনি ধূসর অঞ্চল।

২. **ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত বাধা**

- **ভাইরাল গতি:** সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে (যেমন X বা হোয়াটসঅ্যাপ) তথ্য যাচাই বা আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই বিদ্বেষমূলক ভাষণ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।
- **গোপনীয়তা ও এনক্রিপশন:** এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশনের কারণে বিদ্বেষমূলক বার্তার **"মূল উৎস"** খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- **অ্যালগরিদমগত পক্ষপাত:** সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদমগুলি অনেক সময় বেশি 'এনগেজমেন্ট' পাওয়ার জন্য উসকানিমূলক পোস্টগুলিকে বেশি প্রচার করে।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রয়োগগত ঘাটতি**

- **নিম্ন দণ্ডাদেশের হার:** বিটিএনএস-এর ধারা ১৯৬ বা ২৯৯-এর অধীনে **"বিদ্বেষপূর্ণ অভিপ্রায়"** প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। মামলা বছরের পর বছর চলায় আইনের ভয় কমে যায়।
- **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ:** নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে অনেক সময় হেট স্পিচকে হাতিয়ার করা হয়, যার ফলে প্রভাবশালী বক্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশ চাপ অনুভব করে।

৪. **সামাজিক-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ**

- **চিলিং এফেক্ট (Chilling Effect):** অস্পষ্ট আইনের অপব্যবহার করে অনেক সময় সাংবাদিক বা সমাজকর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়, যা সুস্থ গণতন্ত্রের বাক-স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

- **ঘৃণার স্বাভাবিকীকরণ:** যখন বিদ্বেষমূলক ভাষণ মূলধারার আলোচনায় জায়গা করে নেয়, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ কমে যায়।

নিচে আপনার প্রদান করা **'হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক ভাষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা'** সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর সহজ ও প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। আপনি এটি সরাসরি ওয়ার্ড ফাইলে (Word File) কপি করে নিতে পারেন।

হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক ভাষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা

১. আইনি ব্যবস্থা: আইনি ফাঁকফোকর বন্ধ করা

- **সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা:** পুলিশের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার সুযোগ কমাতে **ভারতীয় ন্যায় সংহিতা** (BNS)-এ "হেট স্পিচ"-এর একটি স্বতন্ত্র সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা।
- **নতুন দণ্ডবিধি ধারা: বিশ্বনাথন কমিটির** সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ধারাগুলো যুক্ত করা:
  - **ধারা ১৫৩-সি (153C):** ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে "ঘৃণা ছড়ানো বা উসকানি দেওয়াকে" লক্ষ্যবস্তু করা।
  - **ধারা ৫০৫-এ (505A):** অবমাননাকর শব্দ বা প্রদর্শনের মাধ্যমে "ভয়, আতঙ্ক বা সহিংসতায় উসকানি" দেওয়াকে দণ্ডনীয় করা।
- **স্তরভিত্তিক শাস্তি:** সব অপরাধের জন্য একই সাজা না রেখে একটি স্তরভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করা (যেমন: প্রথমবার আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য জরিমানা, কিন্তু গণহত্যার উসকানি দিলে ৫-১০ বছরের কারাদণ্ড)।

২. প্রশাসনিক ও নির্বাহী ব্যবস্থা

- **স্বতঃস্ফূর্ত** (Suo Motu) FIR: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ (**শাহীন আবদুল্লাহ মামলা**) কঠোরভাবে পালন করা, যেখানে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই পুলিশকে অবিলম্বে মামলা নথিভুক্ত করতে হবে। দেরি হলে তাকে **'আদালত অবমাননা'** হিসেবে গণ্য করা।
- **জেলা নোডাল অফিসার: তেহসিন পুনাওয়ালা (২০১৮)** মামলার নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি জেলায় একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারকে নিয়োগ করা যারা বিদ্বেষমূলক ভাষণের কারণে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ করবেন।
- **২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিজিটাল কন্টেন্ট অপসারণ: আইটি নিয়ম** (IT Rules), ২০২৬-এর অধীনে, নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে "দ্রুত ছড়িয়ে পড়া" বিদ্বেষমূলক কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলা বাধ্যতামূলক করা।

৩. বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা: কঠোরতা নিশ্চিত করা

- **বিশেষ ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট:** হেট স্পিচ এবং মব লিঞ্চিং বা গণপিটুনির বিচার **৬ মাসের** মধ্যে শেষ করার জন্য বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা, যাতে দীর্ঘসূত্রতার কারণে বিচারের গুরুত্ব হারিয়ে না যায়।
- **তিন-স্তরীয় পরীক্ষা** (Three-Part Test): কোনো বক্তব্যকে বিচার করতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (**রাবাত প্ল্যান অফ অ্যাকশন**) গ্রহণ করা:
  1. **প্রেক্ষাপট** (Context)
  2. **বক্তার উদ্দেশ্য** (Speaker's intent)
  3. **ক্ষতির আসন্ন সম্ভাবনা** (Imminence of harm)
- **প্রতিকারমূলক বিচার** (Restorative Justice): অহিংস কিন্তু ক্ষতিকর বক্তব্যের ক্ষেত্রে আদালত জনসমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা বা সমাজসেবামূলক কাজের নির্দেশ দিতে পারে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে।

৪. **সামাজিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা**

- **মিডিয়া লিটারেসি (Media Literacy):** শিক্ষার্থীদের ভুল তথ্য এবং মেরুকরণ করা বক্তব্য চিনতে সাহায্য করার জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে "ডিজিটাল নাগরিকত্ব" অন্তর্ভুক্ত করা (যেমন: সচেতনতার **'কর্ণাটক মডেল'**)।
- **পাল্টা-বক্তব্য কৌশল (Counter-Speech Strategy):** চরমপন্থী মতাদর্শকে কেবল সেন্সরশিপ দিয়ে না রুখে, তার বদলে "ইতিবাচক বক্তব্য" এবং সামাজিক প্রচারণার মাধ্যমে ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়া কণ্ঠস্বরগুলোকে স্তিমিত করা।
- **সনাক্তকরণের জন্য AI:** আঞ্চলিক ভাষাগুলোতে "পরিকল্পিত ঘৃণা" বা ষড়যন্ত্র শনাক্ত করতে **নিরাপদ ও বিশ্বস্ত AI** (ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬) ব্যবহার করা, যাতে মাঠ পর্যায়ে সহিংসতা ঘটার আগেই তা প্রতিরোধ করা যায়।

উপসংহার

হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক ভাষণ নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ হলো **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এ)** (বাক-স্বাধীনতা) এবং সংবিধানের প্রস্তাবনায় বর্ণিত **'ভ্রাতৃত্ব'** (Fraternity)-এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। ভারতের সামাজিক কাঠামোকে ভবিষ্যতে সুরক্ষিত রাখতে **BNS-সম্মত আইনি স্বচ্ছতা, আইটি নিয়ম ২০২৬**-এর অধীনে এআই-চালিত নিয়ন্ত্রণ এবং একটি সচেতন ও ডিজিটাল-মনস্ক নাগরিক সমাজ গড়ে তোলা অপরিহার্য।

Q. "বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা" বলতে আপনি কী বোঝেন? এটি কি হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক ভাষণকেও অন্তর্ভুক্ত করে? ভারতের চলচ্চিত্রগুলো কেন মত প্রকাশের অন্যান্য মাধ্যম থেকে কিছুটা আলাদা স্তরে অবস্থান করে? আলোচনা করুন।

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

3.1. অর্থনীতি

3.1.1. ভারতের নারী কৃষক

প্রেক্ষাপট

যেহেতু জাতিসংঘ **২০২৬ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী কৃষক বর্ষ'** হিসেবে ঘোষণা করেছে, তাই এই নারী শ্রমিকদের দক্ষ ও ক্ষমতায়িত উদ্যোক্তায় রূপান্তরিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কৃষিতে নারীদের বাস্তব চিত্র

- **শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ:** গ্রামীণ ভারতের অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় নারীদের **৮০%**-এরও বেশি কৃষিকাজে নিযুক্ত।
- **শ্রমের অবদান:** বপন, আগাছা পরিষ্কার, ফসল কাটা এবং ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনার মতো প্রায় **৭০%** কৃষি কাজ নারীরাই করেন।
- **মালিকানার অভাব:** কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও, কৃষি শুমারি অনুযায়ী ভারতের মাত্র **১৩.৯%** আবাদি জমির মালিকানা নারীদের হাতে রয়েছে।
- **উৎপাদনশীলতার সম্ভাবনা:** FAO-এর মতে, পুরুষদের মতো নারীদেরও যদি উৎপাদনশীল সম্পদে সমান সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তারা তাদের খামারের ফলন **২০–৩০%** পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারেন।
- **FLFPR প্রবণতা: ২০২৫-২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা** অনুযায়ী, নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার (FLFPR) বেড়ে **৪২%** হয়েছে, যার প্রধান চালিকাশক্তি হলো গ্রামীণ কৃষিখাত।

ভারতে নারী কৃষকদের গুরুত্ব

১. **পুষ্টি নিরাপত্তা ও SDG ২ (ক্ষুধামুক্তি)**

নারীরা "পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষি" বা Nutrition-Sensitive Agriculture-কে অগ্রাধিকার দেন। বাণিজ্যিক চাষের বদলে নারী-পরিচালিত খামারগুলো বৈচিত্র্যময় খাদ্যশস্য চাষে মনোযোগ দেয়, যা সরাসরি গ্রামীণ পরিবারের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।

- **উদাহরণ:** পোষণ অভিযানের (POSHAN Abhiyaan) অধীনে **"পুষ্টি-বাগান" (Poshan Vatika)** উদ্যোগ, যেখানে নারীরা শিশুদের অপুষ্টি ও রক্তাল্পতা দূর করতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ করেন।

২. **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দেশীয় জ্ঞান**

নারীরা ভারতের প্রধান **"বীজ রক্ষক"**। তারা ঐতিহ্যবাহী বীজ নির্বাচন, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিশেষজ্ঞ, যা উচ্চ-ফলনশীল বীজের চেয়ে অনেক বেশি সহনশীল।

- **উদাহরণ: রাহিবাই পোপেরে** (ভারতের "বীজ মাতা" বা Seed Mother), যিনি শত শত দেশীয় বীজ সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী বীজ ব্যাংক তৈরির জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

৩. **"প্রাকৃতিক কৃষিতে" (BPKP) নেতৃত্ব**

নারীরা **ভারতীয় প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি**র স্বাভাবিক পথপ্রদর্শক। গবাদি পশু পালনে তাদের প্রথাগত ভূমিকার কারণে তারা **জিওয়ামৃত** এবং **ঘনজিওয়ামৃত**-এর মতো জৈব সার ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ।

- **উদাহরণ: অন্ধ্রপ্রদেশে** 'কমিউনিটি-ম্যানেজড ন্যাচারাল ফার্মিং' (APCNF) মডেলটি সফল হয়েছে মূলত **৬০ লক্ষ নারীর** অংশগ্রহণের কারণে, যারা ব্যয়বহুল রাসায়নিক সার ত্যাগ করে প্রাকৃতিক চাষ বেছে নিয়েছেন।

৪. **গ্রামীণ কৃষি-পরবর্তী অর্থনীতির স্তম্ভ**

নারীরা খামার এবং বাজারের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করেন। তারা **"মূল্য সংযোজন"** (Value Addition) কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন, যা ফসলের অপচয় কমায় এবং খামারের আয় বৃদ্ধি করে।

- **উদাহরণ:** মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের **নারী-চালিত** FPO (কৃষক উৎপাদক সংস্থা), যারা কাঁচা মিলেটকে (Millet) সরাসরি খাওয়ার উপযোগী স্ন্যাকসে রূপান্তরিত করে মুনাফা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

৫. **পুরুষদের "শহরমুখী অভিবাসনের" মোকাবিলা**

কাজের সন্ধানে গ্রামীণ পুরুষরা শহরে চলে যাওয়ায়, নারীরা খামার ব্যবস্থার মূল পরিচালক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এর ফলে জাতীয় খাদ্য উৎপাদন স্থিতিশীল থাকছে।

- **উদাহরণ: হিমালয় এবং বিহার অঞ্চলে**, যেখানে পুরুষদের পরিযান সবথেকে বেশি, সেখানে নারীরাই জমি লাঙল দেওয়া থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত সব দায়িত্ব পালন করে জমিকে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করছেন।

৬. ***প্রযুক্তিগত অগ্রণী ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি***

নারীরা কৃষিতে "প্রযুক্তিগত বাধা" ভেঙে দিচ্ছেন এবং প্রমাণ করছেন যে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে লিঙ্গ কোনো বাধা নয়।

- **উদাহরণ: নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প**, যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) হাজার হাজার নারীকে ড্রোন চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা কীটনাশক ও সার ছিটানোর কাজে দক্ষ **"এগ্রি-টেকনিশিয়ান"** হয়ে উঠছেন।

নারী কৃষকদের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **জমির মালিকানা ও আইনি অদৃশ্যতা:** পুরুষতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ব্যবস্থার কারণে জমির মালিকানা মূলত পুরুষদের হাতে থাকে; নারীদের মালিকানায় মাত্র **১৪%-এরও কম** আবাদি জমি রয়েছে। এই "কৃষক" স্বীকৃতির অভাবে তারা কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও কেবল **"কৃষি শ্রমিক"** হিসেবেই গণ্য হন।

২. **ঋণ ও বীমা সুবিধা থেকে বঞ্চিত:** ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে গেলে জমির দলিল বন্ধক রাখা বাধ্যতামূলক (Collateral Barrier)। এর ফলে নারীরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং **প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার** মতো সরকারি নিরাপত্তা বলয় থেকে বঞ্চিত হন, যা তাদের চড়া সুদে মহাজনদের কাছে যেতে বাধ্য করে।

৩. **প্রযুক্তিগত বৈষম্য ও শারীরিক কষ্ট:** অধিকাংশ কৃষি যন্ত্রপাতি পুরুষদের শারীরিক গঠন অনুযায়ী তৈরি। নারীবান্ধব ও আরামদায়ক সরঞ্জামের অভাবে তাদের প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে এবং উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়।

৪. **কাঠামোগত মজুরি বৈষম্য:** অসংগঠিত কৃষি খাতে লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য প্রবল। PLFS ২০২৫-২৬ এর তথ্য অনুযায়ী, একই পরিশ্রম করা সত্ত্বেও নারীরা পুরুষদের তুলনায় মাত্র **৭০-৮০%** মজুরি পান।

৫. **ডিজিটাল বিভাজন ও তথ্যের অভাব:** স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের সীমিত ব্যবহারের কারণে নারীরা আধুনিক চাষাবাদ এবং e-NAM-এর মতো ডিজিটাল বাজার থেকে দূরে থাকেন। কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সরকারি পরিষেবাগুলোও মূলত পুরুষকেন্দ্রিক হয়ে থাকে।

৬. **সময়ের দারিদ্র্য (দ্বিমুখী বোঝা):** গ্রামীণ নারীদের "ডাবল ডে" বা দ্বিমুখী পরিশ্রম করতে হয়। তারা কৃষি কাজের পাশাপাশি প্রতিদিন গড়ে **৩৬০ মিনিট** ঘরের অবৈতনিক কাজ (রান্না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) করেন, যার ফলে তারা নতুন দক্ষতা শেখার বা বাজারে যাওয়ার সময় পান না।

নারী কৃষকদের জন্য প্রধান সরকারি উদ্যোগসমূহ

1. **নমো ড্রোন দিদি:** নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে **৮০% ড্রোন ভর্তুকি** (৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) প্রদানের মাধ্যমে তাদের আধুনিক "এগ্রি-উদ্যোক্তা" হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

2. **লখপতি দিদি মিশন:** ২০২৯ সালের মধ্যে **৬ কোটি গ্রামীণ নারীকে** বার্ষিক অন্তত **১ লক্ষ টাকা** আয়ের স্তরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
3. **কৃষি সখী প্রোগ্রাম (KSCP):** নারীদের **সার্টিফাইড প্যারা-এক্সটেনশন ওয়ার্কার** হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে বার্ষিক ৬০,০০০-৮০,০০০ টাকা আয়ের পথ তৈরি করা।
4. **মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা (MKSP):** প্রায় **৩.৫ কোটি নারীকে** জলবায়ু-সহনশীল প্রাকৃতিক চাষাবাদে দক্ষ করে তোলা।
5. **জেম (GeM)-এ ওম্যানিয়া:** নারী পরিচালিত ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে সরাসরি সরকারি কেনাকাটার বাজারের সাথে যুক্ত করা, যেখানে ইতিমধ্যে **৮০,০০০ কোটি টাকার** ওপর ক্রয়াদেশ নিশ্চিত হয়েছে।
6. **লিঙ্গ ভিত্তিক বাজেট ও বরাদ্দ:** কৃষি প্রকল্পগুলোতে (RKVY/MIDH) **৩০% তহবিল** নারীদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা এবং কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের (AIF) মাধ্যমে **৩% সুদে ছাড়** প্রদান।

ভবিষ্যৎ পথ

১. **নারী কৃষকের স্বীকৃতি:** এম.এস. স্বামীনাথনের প্রস্তাবিত **২০১১ সালের নারী কৃষক এনটাইটেলমেন্ট বিল** অনুযায়ী, জমির মালিকানা নির্বিশেষে চাষের কাজের ভিত্তিতে নারীদের "কৃষক" হিসেবে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া।

২. **জমির অধিকার শক্তিশালী করা:** নারীদের নামে জমি রেজিস্ট্রি করলে **স্ট্যাম্প ডিউটি মকুব** (যেমন- ইউপি ও হরিয়ানা) এবং স্বামী-স্ত্রীর **যৌথ মালিকানা** উৎসাহিত করা।

৩. **ঋণ ও সম্পদের সহজলভ্যতা:** কোনো গ্যারান্টি ছাড়াই প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দেওয়ার জন্য **জয়েন্ট লায়াবিলিটি গ্রুপ (JLG)** মডেলকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া।

৪. **নারী-কেন্দ্রিক কৃষি প্রতিষ্ঠান:** মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপট কমাতে এবং e-NAM প্ল্যাটফর্মে দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে **নারী-পরিচালিত** FPO (কৃষক উৎপাদক সংস্থা) শক্তিশালী করা।

৫. **প্রযুক্তি ও পরিষেবা উন্নয়ন:** ICAR-এর মতো সংস্থাগুলোর উচিত নারীদের শারীরিক গঠন উপযোগী হালকা ও আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম (যেমন- পাওয়ার টিলার, উইডার) তৈরি করা।

৬. **পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষি:** ভারতের পুষ্টি নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় **শ্রী অন্ন (মিলেট)** চাষে নারীদের বিশেষ জ্ঞানকে কাজে লাগানো।

উপসংহার

ভূমি অধিকার এবং **এগ্রি-টেক** (Agri-Tech) এর মাধ্যমে নারী কৃষকদের ক্ষমতায়ন **বিকশিত ভারত @২০৪৭** স্বপ্নের জন্য অপরিহার্য। ২০২৬ সালে তাদের নেতৃত্বকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি ডিজিটাল ব্যবস্থায় তাদের অন্তর্ভুক্তি একটি জলবায়ু-সহনশীল ও খাদ্য-সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে।

Q. "ভারতের কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থায় নারী কৃষকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তবুও নীতি নির্ধারণ এবং জমির মালিকানার ক্ষেত্রে তারা অনেকটা অদৃশ্যই থেকে গেছেন।" ভারতে নারী কৃষকদের প্রতিকূলতাগুলো পরীক্ষা করুন এবং তাদের ক্ষমতায়নের উপায় বাতলে দিন।

3.2. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

3.2.1. ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক **আমেরিকা-ইরান উত্তেজনা** চলাকালীন **স্যাচুরেশন স্ট্রাইক** (একঝাঁক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা) রুখতে **প্যাট্রিয়ট (Patriot)** এবং **অ্যারো (Arrow)**-এর মতো **ইন্টারসেপ্টর** বা প্রতিষেধক ব্যবস্থার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এটি ভারতের জন্য একটি শক্তিশালী এবং বহুতর বিশিষ্ট ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ঢালের প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করেছে।

ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কী?

ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (MDS) হলো একটি সামরিক কাঠামো যা কোনো শত্রু ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার আগেই সেটিকে **শনাক্ত (Detect), অনুসরণ (Track), প্রতিহত (Intercept) এবং ধ্বংস** করতে সক্ষম।

এটি আকাশের একটি **সুরক্ষা কবজ** হিসেবে কাজ করে, যা আমাদের শহর, সামরিক ঘাঁটি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে নিচের হুমকিগুলো থেকে রক্ষা করে:

- **ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র:** (দীর্ঘপাল্লার এবং উচ্চগতির ক্ষেপণাস্ত্র যা অধিবৃত্তাকার পথে চলে)
- **ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র:** (নিচু দিয়ে উড়ে আসা নির্দেশিত ক্ষেপণাস্ত্র)
- **রকেট এবং কামানের গোলা**
- **ড্রোন** বা মানুষহীন বিমান

এটি কীভাবে কাজ করে: চারটি প্রধান ধাপ

১. **শনাক্তকরণ (Detection):** শক্তিশালী ভূমি-ভিত্তিক **রাডার** বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের তাপ বা সংকেত ধরা হয়।

২. **ট্র্যাকিং ও পার্থক্যকরণ (Tracking & Discrimination):** কম্পিউটার ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ গণনা করে এবং আসল **ওয়ারহেড** বা যুদ্ধাস্ত্রের সাথে শত্রুর বিভ্রান্তিকর **"ডেকয়"** (নকল লক্ষ্যবস্তু)-এর পার্থক্য খুঁজে বের করে।

৩. **প্রতিহত করা (Interception):** একটি **ইন্টারসেপ্টর মিসাইল** উৎক্ষেপণ করা হয়, যা তার নিজস্ব সেন্সর ব্যবহার করে ধেয়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্রের দিকে এগিয়ে যায়।

৪. **ধ্বংস করা (Destruction):** ইন্টারসেপ্টরটি সরাসরি ধাক্কা মেরে (**কাইনেটিক কিল**) বা কাছে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে (**ব্লাস্ট ফ্র্যাগমেন্টেশন**) শত্রু ক্ষেপণাস্ত্রটিকে ধ্বংস করে দেয়।

ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব

১. **কৌশলগত গুরুত্ব: "নো ফার্স্ট ইউজ" (NFU) নীতিকে মজবুত করা**

- **দ্বিতীয়বার প্রত্যাঘাতের সক্ষমতা:** ভারত নিজে আগে পরমাণু হামলা করবে না—এই নীতি মেনে চললে শত্রুর প্রথম আঘাত সহ্য করে টিকে থাকা জরুরি। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারতের পাল্টা আঘাত হানার ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখে।
- **পরমাণু ব্ল্যাকমেইল মোকাবিলা:** এটি শত্রুর ছোট ছোট পরমাণু হামলার ভয় দেখিয়ে ভারতকে যুদ্ধের ময়দানে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

২. **জাতীয় নিরাপত্তা ও সম্পদ রক্ষা**

- **গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু সুরক্ষা (HVTs):** এটি **নয়াদিল্লি, মুম্বাইয়ের** মতো বড় শহর এবং পারমাণবিক কেন্দ্র ও তেল শোধনাগারগুলোকে রক্ষা করে।
- **বহুস্তরীয় নিরাপত্তা:** এটি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র থেকে শুরু করে ড্রোন পর্যন্ত সব ধরণের হুমকির বিরুদ্ধে ৩৬০-ডিগ্রি সুরক্ষা দেয়।

৩. **ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব**

- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন:** রাশিয়ার S-400 বা আমেরিকার প্যাট্রিয়টের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থা (PAD/AAD) তৈরি করা ভারতকে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার সময়ও স্বাধীন রাখে।
- **আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য:** প্রতিবেশী দেশগুলোর ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতার বিরুদ্ধে এটি একটি ভারসাম্য রক্ষা করে এবং আঞ্চলিক অস্থিরতা কমায়।

৪. **প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব**

- **প্রযুক্তির উন্নয়ন: সোর্ডফিশ রাডার** (Swordfish radar) এবং উন্নত সফটওয়্যারের বিকাশ ভারতের **"আত্মনির্ভর ভারত"** অভিযানকে শক্তিশালী করছে।
- **প্রতিরক্ষা রপ্তানি: আকাশ** (Akash)-এর মতো ব্যবস্থা রপ্তানি করে ২০২৯ সালের মধ্যে **৫০,০০০ কোটি টাকার** রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাহায্য করবে।

৫. **মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব**

- **জনসাধারণের আস্থা:** একটি দৃশ্যমান সুরক্ষা কবজ থাকলে উত্তেজনার সময়ে সাধারণ মানুষের মনোবল অটুট থাকে এবং আতঙ্ক সৃষ্টি হয় না।

ভারতের বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষা কর্মসূচি

১. **দীর্ঘপাল্লার প্রতিরক্ষা** (Long-Range)

এটি ৩০০ কিমি থেকে ৫,০০০ কিমি দূরের পারমাণবিক সক্ষম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকি মোকাবিলা করে।

- **ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স** (BMD):
  - Phase-I: ২,০০০ কিমি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রুখতে সক্ষম (চালু আছে)। এতে আছে PAD (মহাকাশে ধ্বংস করে) এবং AAD (বায়ুমণ্ডলের ভেতরে ধ্বংস করে)।
  - Phase-II: ৫,০০০ কিমি+ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রুখতে সক্ষম (পরীক্ষাধীন)। এতে AD-1 এবং AD-2 ইন্টারসেপ্টর রয়েছে।
- **S-400 ট্রায়াম্ফ:** রাশিয়ার তৈরি ব্যবস্থা যা **৪০০ কিমি** দূর থেকেই একসাথে ৩৬টি লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে পারে।
- **প্রজেক্ট কুশা** (Project Kusha)**:** ভারতের নিজস্ব "S-400" যা **১৫০, ২৫০ এবং ৪০০ কিমি** পাল্লার লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতে পারবে।

২. **মাঝারি পাল্লার প্রতিরক্ষা** (Medium-Range: **৭০ কিমি – ১৫০ কিমি**)

- MRSAM (Barak-8)**:** ইসরায়েলের সাথে যৌথভাবে তৈরি। এর পাল্লা **৭০-১০০ কিমি**।
- Akash-NG (Next Generation)**:** ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি উন্নত ব্যবস্থা যার পাল্লা **৭০ কিমি**।

৩. **স্বল্প পাল্লার ও টার্মিনাল প্রতিরক্ষা** (Short-Range: **৫০ কিমির নিচে**)

- **আকাশ** (Akash)**:** ২৫-৩০ কিমি পাল্লার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা।

- **QRSAM:** সেনাবাহিনীর চলমান কলামকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা।
- **VSHORADS:** কাঁধে রেখে চালানো যায় এমন অতি স্বল্প পাল্লার (৬ কিমি পর্যন্ত) ব্যবস্থা।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

- **আমেরিকা (USA):** বহুমুখী দেশীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (THAAD, Patriot, Aegis/SM-3, মহাকাশ ভিত্তিক সেন্সর) এবং ভ্রাম্যমাণ মিসাইল-ডিফেন্স অ্যারে।
- **ইসরায়েল (Israel):** সমন্বিত বহুস্তরীয় মডেল। রকেটের জন্য Iron Dome, মাঝারি পাল্লার জন্য David's Sling এবং দীর্ঘপাল্লার জন্য Arrow। এটি স্বল্প ব্যয়ে নিখুঁত লক্ষ্যভেদে পারদর্শী।
- **রাশিয়া ও চীন:** দীর্ঘপাল্লার 'এরিয়া ডিনায়াল' আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা (S-400, S-500 ক্লাস) — যেখানে রাডার এবং বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়।
- **চীন (উদীয়মান শক্তি):**
  - **HQ-9 সিরিজ:** এটি আমেরিকার Patriot বা রাশিয়ার S-300 এর সমতুল্য।
  - **CNMD (চীনা জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা):** আঞ্চলিক ব্যালিস্টিক হুমকি মোকাবিলায় আমেরিকার GMD-এর মতো 'মিড-কোর্স ইন্টারসেপ্টর' পরীক্ষা করছে।

ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ**
   - **হাইপারসনিক হুমকি: হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিকল (HGVs)** যা শব্দের চেয়ে ৫ গুণ বেশি গতিতে চলে এবং দিক পরিবর্তন করতে পারে, সেগুলোকে বর্তমান ব্যবস্থায় শনাক্ত করা ও ধ্বংস করা কঠিন।
   - **MIRV প্রযুক্তি:** একটি ক্ষেপণাস্ত্র থেকে অনেকগুলো স্বাধীন যুদ্ধাস্ত্র (MIRV) বের হলে তা প্রতিরক্ষা কবজকে বিভ্রান্ত করতে পারে (যেমন- চীনের DF-41)।
   - **লক্ষ্যবস্তু শনাক্তকরণ:** মহাকাশের শূন্যতায় আসল পরমাণু যুদ্ধাস্ত্র এবং বিভ্রান্তিকর **"ডেকয়"** (বেলুন বা ধাতব টুকরো)-এর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করা অত্যন্ত জটিল।

২. **কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ**
   - **অস্ত্র প্রতিযোগিতা (Security Dilemma):** প্রতিরক্ষা কবজ দেখে প্রতিপক্ষ দেশগুলো তাদের ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে, যা আঞ্চলিক অস্থিরতা তৈরি করে।
   - **নিরাপত্তার ভ্রান্ত ধারণা:** প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দেশগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক পদক্ষেপে উৎসাহিত করতে পারে, যা পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি বাড়ায়।
   - **কৌশলগত বেষ্টনী:** চীন ভারতের এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে তাদের পাল্টা আঘাত হানার সক্ষমতার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে জটিল করে তোলে।

৩. **অর্থনৈতিক ও কার্যক্ষম চ্যালেঞ্জ**
   - **উচ্চ ব্যয়:** একটি সস্তা রকেট বা ড্রোন ধ্বংস করতে ব্যবহৃত ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্রের (যেমন- S-400 বা PAD) দাম অনেক সময় কয়েক গুণ বেশি হয়।
   - **ভৌগোলিক অবস্থান:** ভারতের বিশাল এলাকা জুড়ে ৩৬০-ডিগ্রি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রচুর পরিমাণে রাডার এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যাটারি প্রয়োজন।
   - **সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন:** রুশ (S-400), ইসরায়েলি (Barak) এবং ভারতীয় (Akash) ব্যবস্থার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

১. **প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন**

- **হাইপারসনিক মোকাবিলা:** হাইপারসনিক গ্লাইড যান ধ্বংস করতে AD-1 এবং AD-2 ইন্টারসেপ্টর (Phase-II) তৈরির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।
- **ডিরেক্টেড এনার্জি ওয়েপন (DEWs):** সস্তা ড্রোন আক্রমণ রুখতে লেজার-ভিত্তিক প্রযুক্তি (যেমন- "Durga-2") তৈরি করা, যা প্রতিটি আক্রমণের খরচ কমিয়ে আনবে।

২. **মহাকাশ-ভিত্তিক পরিকাঠামো**

- **আর্লি ওয়ার্নিং স্যাটেলাইট:** মহাকাশে ইনফ্রারেড সেন্সর মোতায়েন করা, যাতে শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের মুহূর্তেই তা ধরা পড়ে এবং পাল্টা ব্যবস্থার জন্য বাড়তি সময় পাওয়া যায়।
- **নেটওয়ার্ক সেন্ট্রিসিটি:** S-400, **প্রজেক্ট কুশা** এবং নৌবাহিনীর ব্যবস্থাকে একটি একক Integrated Air Command and Control System (IACCS)-এর অধীনে নিয়ে আসা।

৩. **কৌশলগত ও কূটনৈতিক গভীরতা**

- **প্রজেক্ট কুশার সম্প্রসারণ:** বিদেশি যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভরতা কমাতে দেশীয় **"প্রজেক্ট কুশা"** দ্রুত সম্পন্ন করে **"আত্মনির্ভরতা"** অর্জন করা।
- **আঞ্চলিক সহযোগিতা:** শত্রুর গতিবিধির ওপর নজরদারি বাড়াতে "Quad" বা বন্ধু দেশগুলোর সাথে রাডার তথ্য ভাগ করে নেওয়ার চুক্তি করা।

উপসংহার

AI-চালিত Phase-II **ইন্টারসেপ্টর** এবং **ডিরেক্টেড এনার্জি ওয়েপন** (লেজার অস্ত্র)-এর সমন্বয়ে ভারত একটি ভবিষ্যৎমুখী **"আত্মনির্ভর"** সুরক্ষা কবজ তৈরি করছে। এটি হাইপারসনিক হুমকি মোকাবিলা করে ভারতের কৌশলগত স্থিতিশীলতা এবং নিরাপদভাবে দ্বিতীয়বার প্রত্যাঘাত করার সক্ষমতা নিশ্চিত করবে।

Q. "অস্থিতিশীল আঞ্চলিক পরিবেশে জাতীয় নিরাপত্তা শক্তিশালী করার জন্য ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা কর্মসূচির প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো আলোচনা করুন এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির উপায় বাতলে দিন।"

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series